বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড এর গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ এবং ভোক্তা পর্যায়ে গ্যাসের মূল্যহার পুনর্নির্ধারণ সংক্রান্ত আদেশ

বিইআরসি আদেশ # ২০১৫/১২

তারিখ ঃ ২৭ আগস্ট ২০১৫

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
টিসিবি ভবন (৪র্থ তলা)
১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
বাংলাদেশ
www.berc.org.bd

আদেশ সূচী

অনুচ্ছেদ	বিষয়াবলী	পৃষ্ঠা
১	আবেদনের সার-সংক্ষেপ	১
২	আবেদনের প্রাথমিক যাচাই	২
৩	কমিশন কর্তৃক আবেদনটি আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ	২
৪	আবেদন মূল্যায়ন	২
৫	গণশুনানি	৩
৬	শুনানি-পরবর্তী মতামত	৬
৭	কমিশনের পর্যালোচনা	৭
৮	রাজস্ব চাহিদা	১০
৯	কমিশনের আদেশ	১১
১০	কমিশনের নির্দেশ	১২
পরিশিষ্ট-১	প্রতি ঘনমিটার গ্যাসের মূল্যহার বণ্টন	১৪
পরিশিষ্ট-২	ভোক্তা পর্যায়ে গ্যাসের মূল্যহার পুনর্নির্ধারণ সংক্রান্ত গণবিজ্ঞপ্তি	১৫

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

বিইআরসি আদেশ # ২০১৫/১২

তারিখ ঃ ২৭ আগস্ট ২০১৫

বিষয় ঃ পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড এর ১৭ নভেম্বর ২০১৪ তারিখের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ৩৪(৬) অনুসারে গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ এবং ভোক্তা পর্যায়ে গ্যাসের মূল্যহার পুনর্নির্ধারণ সংক্রান্ত আদেশ।

অনুচ্ছেদ-০১ ঃ আবেদনের সার-সংক্ষেপ

১(১) পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড (পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস) বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিইআরসি) এর লাইসেন্সী। পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস তাদের পত্র নং- ৭৭.১৭.১৭/৩২০২ তারিখ ১৭ নভেম্বর ২০১৪ এর মাধ্যমে সম্পদ হিসেবে প্রতি হাজার ঘনফুট গ্যাসের মূল্য ২৫.০০ টাকা বিবেচনায় গ্রাহক শ্রেণিভিত্তিক গ্যাসের বিদ্যমান বিক্রয় মূল্যহার নিম্নোক্তভাবে পুনর্নির্ধারণের প্রস্তাব করে।

ক্রমিক নং	গ্রাহকশ্রেণি	বর্তমান মূল্যহার (টাকা/ঘনমিটার)	প্রস্তাবিত মূল্যহার (টাকা/ঘনমিটার)	বৃদ্ধি হার (%)
১।	বিদ্যুৎ	৭৯.৮২	৮৪.০০	৫.২৪
২।	সার	৭২.৯২	৮০.০০	৯.৭১
৩।	ক্যাপটিভ পাওয়ার	১১৮.২৬	২৪০.০০	১০২.৯৪
৪।	শিল্প	১৬৫.৯১	২২০.০০	৩২.৬০
৫।	বাণিজ্যিক	২৬৮.০৯	৩৫০.০০	৩০.৫৫
৬।	চা-বাগান	১৬৫.৯১	২০০.০০	২০.৫৫
৭।	সিএনজি ঃ			
	ক) ফিড গ্যাস	৬৫১.২৯	৯০৫.৯২	৩৯.১০
	খ) ভোক্তা পর্যায়ে	৮৪৯.৫০	১,১৩২.৬৭	৩৩
৮।	গৃহস্থালী ঃ			
	ক) মিটারভিত্তিক	১৪৬.২৫	২৩৫.০০	৬০.৬৮
	খ) এক বার্ণার (প্রতিমাসে নির্দিষ্ট)	৪০০.০০	৮৫০.০০	১১২.৫০
	গ) দুই বার্ণার (প্রতিমাসে নির্দিষ্ট)	৪৫০.০০	১,০০০.০০	১২২.২২

১(২) আবেদনে প্রস্তাবিত বিক্রয় মূল্যহার পুনর্নির্ধারণে বিইআরসি প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ ট্যারিফ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে মর্মে পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস উল্লেখ করে।

অনুচ্ছেদ-০২ ঃ আবেদনের প্রাথমিক যাচাই

২(১) পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস এর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ এবং গ্রাহক/ভোক্তা পর্যায়ে গ্যাস বিক্রয় মূল্যহার স্থির করার লক্ষ্যে বিইআরসি আইনের ধারা ৩৪(৪) অনুযায়ী বিইআরসি অন্বেষণ, বিচার-বিশ্লেষণ এবং পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস ও আগ্রহী স্বার্থসংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের শুনানি গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু করে। এ পর্যায়ে আবেদনটির প্রাথমিক যাচাই করে বিইআরসি ঘাটতি কাগজপত্র/তথ্যাদি জমা দেয়ার জন্য পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস-কে পত্র প্রেরণ করে।

২(২) কমিশন আবেদনটি বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০১০ অনুসারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও মূল্যায়নের জন্য কারিগরী মূল্যায়ন কমিটি (TEC) গঠন করে।

অনুচ্ছেদ-০৩ ঃ কমিশন কর্তৃক আবেদনটি আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ

৩(১) ঘাটতি কাগজপত্র/তথ্যাদি প্রাপ্তির পর ২৯ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখের কমিশন সভায় কমিশন আবেদনটি আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করে এবং তা মূল্যায়নের জন্য TEC-কে নির্দেশ প্রদান করে।

৩(২) কমিশন TEC এর প্রাথমিক প্রতিবেদন পাওয়ার পর পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস এর আবেদনের ওপর গণশুনানি অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখ দুপুর ২.০০ টায় উক্ত গণশুনানি অনুষ্ঠানের সময় ধার্য করে এবং তা প্রচারের জন্য বিইআরসি সচিবালয়কে নির্দেশ প্রদান করে। কমিশন TEC-কে উক্ত সময়ের মধ্যে তাদের মূল্যায়ন সম্পন্নের নির্দেশ প্রদান করে।

অনুচ্ছেদ-০৪ ঃ আবেদন মূল্যায়ন

৪(১) TEC সংশ্লিষ্ট প্রবিধানমালায় বর্ণিত পদ্ধতি (metholodogy) অনুযায়ী আবেদনটি মূল্যায়ন করে। প্রদত্ত সূচক (indicator) অনুসরণ করে cost of service বিবেচনায় রাজস্ব চাহিদা (revenue requirement) নিরূপণ করে বিতরণ সেবা রেট নির্ণয় করে।

৪(২) প্রাকৃতিক গ্যাস পণ্য রেট সম্পর্কে সহজ তথ্য না থাকায় TEC এই সংক্রান্তে পেট্রোবাংলা প্রদত্ত wellhead margin, SD এবং VAT, PDF (Price Deficit Fund) margin, BAPEX margin এবং DWMB (Deficit Wellhead Margin for BAPEX) বিবেচনা করে ট্রান্সমিশন চার্জ, GDF (Gas Development Fund) margin এবং গ্যাসের সম্পদ মূল্য যোগ করে তা নির্ধারণ করে।

৪(৩) পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস-কে cost plus ভিত্তিতে পরিচালন বিবেচনা করায় রাজস্ব চাহিদা নির্ধারণে মুনাফা নির্ভরশীল WPPF (Worker Profit Participation Fund) খাতের provision কে TEC খরচের খাত হিসাবে পৃথকভাবে অন্তর্ভুক্ত করেনি। এছাড়া bad & doubtful debt খাতের ঢালাও provision করণকে রাজস্ব চাহিদা নির্ধারণে TEC বিবেচনা করেনি। পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস সম্পূর্ণ সরকারি মালিকানাধীন হওয়ায় TEC সংশ্লিষ্ট প্রবিধানমালা মোতাবেক বাংলাদেশ ব্যাংকের ২ বছর মেয়াদী ট্রেজারী বিল নিলামের (জানুয়ারি ২০১৫) হারকে বিবেচনায় নিয়ে return on equity হিসেবে মূলধনের ওপর ৮.৫০% হারে লভ্যাংশ বিবেচনা করে।

৪(৪) TEC বিগত ব্যয়ের ধারা পর্যালোচনা করে জনবল খরচ (employee expenses), অফিস ও অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ (office and other direct expenses) এবং মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (repairs and maintenance) খাতসমূহে ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের খরচের সঙ্গে যথাক্রমে ৫%, ৬% ও ৬% যোগ করে বিবেচনা করে। পেট্রোবাংলা-কে প্রদেয় service charge বাবদ ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের ব্যয় অপরিবর্তিত রাখে। TEC বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স প্রবিধানমালা, ২০০৬ মোতাবেক বিইআরসি'র সিস্টেম অপারেশন ফি হিসেবে ২.৫৫ মিলিয়ন টাকা ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করে রাজস্ব চাহিদা নির্ধারণ করে।

৪(৫) TEC সম্পদ হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাস প্রতি হাজার ঘনফুট ২৫.০০ টাকা এবং পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস এর ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের নিরীক্ষিত হিসাবকে যাচাইবর্ষ (test year) বিবেচনা করে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের proforma adjustment হিসাব তৈরী করে। Proforma adjustment হিসাব অনুযায়ী পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস-কে কস্ট প্লাস ভিত্তিতে পরিচালনার জন্য ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে চলতি পরিচালন রাজস্বের (current operating revenue) পরিমাণ ৫,২৬৬.০১ মিলিয়ন টাকা এবং রাজস্ব প্রাপ্যতা বা সুপারিশকৃত রাজস্ব চাহিদার পরিমাণ (recommended revenue requirement) ৫,৫৫১.০৩ মিলিয়ন টাকা নিরূপণ করে। এ বিবেচনায় সুপারিশকৃত রাজস্ব চাহিদা থেকে চলতি পরিচালন রাজস্ব ২৮৫.০২ মিলিয়ন টাকা কম। সুপারিশকৃত রাজস্ব চাহিদা অনুযায়ী পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস এর ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ দাঁড়ায় ০.৪০ টাকা/ঘনমিটার। বর্তমানে প্রতি ঘনমিটার গ্যাস বিতরণে পশ্চিমাঞ্চল গ্যাসের আয় ০.৪৫ টাকা। এরমধ্যে ঘনমিটারপ্রতি ০.৩০ টাকা বিতরণ ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ বাবদ এবং অবশিষ্ট ০.১৫ টাকা অন্যন্য আয় (গ্যাস ট্রান্সমিশন চার্জ, সুদ ও বিবিধ আয়) হতে অর্জিত হয়।

অনুচ্ছেদ-০৫ ঃ গণশুনানি

৫(১) কমিশনের সিদ্ধান্তক্রমে কমিশন সচিব বিইআরসি ওয়েবসাইটে এবং কয়েকটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কর্তৃক দাখিলকৃত গ্রাহক/ভোক্তা পর্যায়ে গ্যাস বিক্রয় মূল্যহার পরিবর্তনের আবেদন সম্পর্কে অনুষ্ঠেয় গণশুনানির তারিখ, সময় ও স্থান উল্লেখ করে ১ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে গণবিজ্ঞপ্তি জারী করে। এছাড়া বিইআরসি'র ০১ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখের স্মারক নং-বিইআরসি/ট্যারিফ/গ্যাস-১২/সঞ্চালন ও বিতরণ/০০০২ এর মাধ্যমে গণশুনানি অনুষ্ঠানের বিষয়ে স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে নোটিশ প্রদান করা হয়। গণবিজ্ঞপ্তি এবং নোটিশে আগ্রহী ব্যক্তি/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহকে কমিশনে অনুষ্ঠিতব্য গণশুনানিতে অংশ গ্রহণের লক্ষ্যে ২১ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখের মধ্যে নাম তালিকাভুক্ত করা ও শুনানি-পূর্ব লিখিত মতামত প্রদানের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়।

৫(২) ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখ দুপুর ২.০০ টায় কমিশন আইনের ধারা ১২(৩) অনুযায়ী কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব এ আর খান এর সভাপতিত্বে টিসিবি অডিটোরিয়ামে শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। কমিশনের সদস্য ড. সেলিম মাহমুদ, প্রকৌশলী মোঃ দেলোয়ার হোসেন, জনাব মোঃ মাকসুদুল হক এবং জনাব রহমান মুরশেদ শুনানি পরিচালনায় অংশ নেন। কমিশনের সকল সদস্যের উপস্থিতিতে কমিশন আইনের ধারা ১২(৪) এ বর্ণিত শুনানি অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় কোরাম পূর্ণ হয়।

৫(৩) শুনানিতে আগ্রহী ব্যক্তি/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। এদের মধ্যে পেট্রোবাংলা, আবেদনকারী পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস, কনজুমারস এ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) এর ড. শামসুল আলম, ড. নুরুল ইসলাম, বুয়েট এর ড. ইজাজ হোসেন, বাপেক্স এর প্রাক্তন ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব জামাল উদ্দিন এবং জনাব মোঃ ফজলুল হক, জিটিসিএল এর প্রাক্তন পরিচালক (অপারেশন) জনাব আব্দুস সালেক সুফী, টিএম টেক্সটাইলের জনাব কাজী মোঃ আবুল কাসেম এবং জনাব মোঃ আমজাদ হোসেন, বিজিএমইএ এর জনাব আতাউর রহমান এবং জনাব কাজী শামসুল আলম, এমসিসিআই এর জনাব মোঃ আব্দুর রহমান, বিএসএমওএ এর জনাব শেখ ফজলুর রহমান, ব্রাক ইপিএল এর জনাব আসিফ খান, আরআরএম গ্রুপের জনাব সুমন চৌধুরী, ম্যাগনাম ষ্টীল এর জনাব

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, জনাব জহির এইচ চৌধুরী এবং জনাব এইচ আর নিজাম, ডিসিসিআই এর জনাব হোসেন আলী, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) এর জনাব রুহিন হোসেন প্রিন্স, গণসংহতি আন্দোলনের জনাব জোনায়েদ সাকি, সিএনজি ফিলিং এবং কনভারসন ওনার্স এ্যাসোসিয়েশন এর জনাব আরিফ হোসেন, জনাব তানভির রহমান, জনাব মাসুদ খান এবং জনাব আলমগির খান, অটোরিরোলিং মিলস এ্যাসোসিয়েশন, ক্যাপটিভ পাওয়ার এ্যাসোসিয়েশনসহ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার এবং গণমাধ্যমের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

৫(৪) স্বাগত ভাষণে কমিশনের চেয়ারম্যান গণশুনানির উদ্দেশ্য এবং এর বিচারিক দিকটি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেন। শুনানির ধাপওয়ারী পদ্ধতিসমূহ উপস্থিত সকলের অবগতি ও পালনীয় হিসেবে বর্ণনা করেন। বিচারিক প্রক্রিয়ায় ভোক্তাপর্যায়ে গ্যাসের খুচরা মূল্যহার বৃদ্ধির প্রস্তাবটি যে ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত (just and reasonable) তা প্রমাণের দায়িত্ব পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কর্তৃপক্ষের উল্লেখ করেন। শুনানিতে অংশগ্রহণকারী সকল পক্ষকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, জেরা পর্বে উভয় পক্ষের পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ বজায় রাখতে হবে। জেরার ভাষা হবে মার্জিত ও শালীন। কোনো আক্রমণাত্মক কথাবার্তা, আচরণ ও ভাব-ভঙ্গি প্রদর্শন করা যাবে না এবং ব্যক্তিগত আক্রমণ পরিহার করতে হবে। অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করা যাবে না। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞতার আলোকে তর্ক-বিতর্কে প্রাঞ্জল ভাষা প্রয়োগ করতে হবে। কোনোভাবেই বিচারিক প্রক্রিয়া ক্ষুন্ন করা যাবে না। এই পর্যায়ে কমিশনের চেয়ারম্যান শুনানির জেরাপর্ব সূচনার লক্ষ্যে পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস এর আগত দলটিকে তাদের আবেদন উপস্থাপনের আহ্বান করেন।

৫(৫) পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাদের আবেদনের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যায় নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচ্য মর্মে উল্লেখ করেন ঃ

ক) সরকারের অনুমোদনের আলোকে সম্পদ হিসেবে প্রতি হাজার ঘনফুট গ্যাসের মূল্য (gas as commodity) ৳ ২৫.০০ বিবেচনায় নেয়া হয়েছে।

খ) আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানী (IOC) সমূহের নিকট হতে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ক্রয়কৃত গ্যাসের প্রাক্কলিত মূল্য (কনডেনসেট বিক্রয়মূল্য হতে নীট প্রাপ্তি সমন্বয়ের পর) বিবেচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে IOC এর নিকট হতে গ্যাস ক্রয়ের ফলে সৃষ্ট ঘাটতি মেটানোর জন্য গঠিত Price Deficit Fund (PDF) এর মার্জিন ট্যারিফ নির্ণয়ে বিবেচনা করা হয় নাই। প্রস্তাব মোতাবেক গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি করা হলে IOC গ্যাসের deficit মিটানোর জন্য বিদ্যমান PDF মার্জিন এবং বাপেক্স এর জন্য বিদ্যমান Deficit Wellhead Margin for BAPEX (DWMB) এর প্রয়োজন হবে না।

গ) বিভিন্ন গ্রাহকশ্রেণির গ্যাসের মূল্যহার প্রস্তাবের ক্ষেত্রে আর্থ-সামাজিক অবস্থা, বিকল্প জ্বালানী মূল্য ও অর্থনীতিতে এর অবদানের বিষয়াবলী বিবেচনায় নেয়া হয়েছে।

ঘ) প্রতি ঘনমিটার সিএনজি ফিড গ্যাসের মূল্য ২৩.০০ টাকা হতে বৃদ্ধি করে ৩২.০০ টাকায় পুনর্নির্ধারণের প্রস্তাব করা হয়েছে। সে আলোকে ভোক্তা পর্যায়ে প্রতি ঘনমিটার সিএনজি'র বিক্রয় মূল্য ৩০.০০ টাকা হতে বৃদ্ধি করে ৪০.০০ টাকায় পুনর্নির্ধারণের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে।

৫(৬) কমিশনের চেয়ারম্যান cost of service এবং revenue requirement সম্পর্কে পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস এর বক্তব্য জানতে চান। কমিশনের সদস্যগণ ROR, IOC গ্যাসের pricing, EVC meter চালুকরণ, system loss এবং system gain বিষয়ে জানতে চান। পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক কিছু বিষয় তাৎক্ষণিক উত্তর দেন এবং অন্যগুলো শুনানি-পরবর্তী মতামতে জানাবেন উল্লেখ করেন।

৫(৭) TEC তাদের মূল্যায়ন প্রতিবেদন শুনানিতে পেশ করে যা সংক্ষিপ্তভাবে অনুচ্ছেদ-৪ এ দেয়া আছে।

৫(৮) এ পর্যায়ে পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস এবং TEC এর জেরাপর্ব যথানিয়মে শুরু হয়। প্রথমে ক্যাব প্রতিনিধি জেরা শুরু করেন। সম্পদ হিসেবে প্রতি হাজার ঘনফুট গ্যাসের মূল্য ২৫.০০ টাকা নির্ধারণের ভিত্তি জানতে চাইলে পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস এর প্রতিনিধি জানান ইহা সরকার নির্ধারণ করেছে এবং এটি বিবেচনায় নিয়ে গ্যাসের খুচরা মূল্যের প্রস্তাব করা হয়েছে। গ্যাস এর সম্পদ বাবদ অর্থ কোন্ খাতে জমা হবে বা কে প্রাপ্য হবে এ মর্মে ক্যাব প্রতিনিধির প্রশ্নের জবাবে পেট্রোবাংলার পরিচালক জনাব আব্দুল খালেক জানান এ অর্থের ৫৫% SD ও VAT হিসেবে সরকারের খাতে এবং অবশিষ্ট ৪৫% গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (GDF) এ জমা দেয়া যেতে পারে, তবে এ ব্যাপারে কমিশনের সিদ্ধান্ত যথার্থ হবে বলে তিনি মনে করেন। ক্যাব প্রতিনিধি বলেন পেশকৃত তথ্যে দেখা যায় পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস এর গ্যাস বিতরণ চার্জ ২০১২ সালের ১ জুলাই বিদ্যুৎ ও সিএনজি শ্রেণিতে যথাক্রমে ২২.৫০ পয়সা থেকে ২৯.২৫ পয়সায় এবং ১৫.৬০ পয়সা থেকে ২০.২৮ পয়সায় বৃদ্ধি করা হয়। তিনি বলেন বিতরণ চার্জ পুনর্নির্ধারণের এখতিয়ার বিইআরসি আইন মতে কেবলমাত্র বিইআরসি'র। বিষয়টি কমিশনের আমলে নিয়ে তিনি ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান। ক্যাব প্রতিনিধি সিএনজি'র মূল্য বৃদ্ধির যৌক্তিকতা এবং অবৈধ সংযোগ দূরীকরণের ব্যাপারে কী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে জানতে চান। জবাবে পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস এর প্রতিনিধি সিএনজি'র মূল্য বৃদ্ধির সপক্ষে এবং অবৈধ সংযোগের বিরুদ্ধে নেয়া পদক্ষেপ ব্যাখ্যা করেন। ক্যাব প্রতিনিধি WPPF এর খরচ, বার্ষিক সাধারণ সভার খরচ, heating value ব্যবহার করে বর্ধিত volume এ বিল প্রদান বিষয়ে প্রশ্ন রাখেন। পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস এর প্রতিনিধি এসব বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান করেন। ক্যাব প্রতিনিধি বলেন জ্বালানী তেলের মূল্য আন্তর্জাতিক বাজারে হ্রাস পেলেও বাংলাদেশে হ্রাস পায়নি। সিএনজি'র মূল্যহারও কমেনি। এমন পরিস্থিতিতে সিএনজি'র মূল্যহার বৃদ্ধি হলে সিএনজি পরিবহণের ভাড়া বাড়বে, ফলে অন্যান্য পরিবহণেরও ভাড়াহার বৃদ্ধি পাবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

৫(৯) প্রান্তিক গ্রাহক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে শিল্প ও বাণিজ্যিক গ্রাহকদের জন্য ধাপভেদে বিভিন্ন মূল্যহার নির্ধারণের ব্যাপারে ক্যাব প্রতিনিধি কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বয়লারের জ্বালানী দক্ষতা মানসম্মত হলে ১ হাজার মে.ও. বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির মত গ্যাস সাশ্রয় হতে পারে। তাই বয়লারের জ্বালানী দক্ষতাভেদে গ্যাসের মূল্যহার নির্ধারণ যৌক্তিক বিবেচনা করা যায় মর্মে তিনি মতামত রাখেন। ক্যাব এর প্রতিনিধি উল্লেখ করেন পাওয়ার সেল এক সুপারিশে বলেছে দেশের কল-কারখানাগুলিতে ১৬৪১টি ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট ১৯৪৩ মে.ও. বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। এ বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রতিদিন গড়ে ব্যয় হয় ৩৯.৩৯ কোটি ঘনফুট গ্যাস। এ গ্যাসের দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করে ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের তুলনায় পিডিবি ১.৭৬ গুণ বেশী বিদ্যুৎ উৎপাদন নিশ্চিত করতে পারে। পিডিবি'র গ্যাসভিত্তিক দক্ষ পাওয়ার প্লান্টে ১ কি.ও. বিদ্যুৎ উৎপাদনে ১.২৯ টাকা ব্যয় হয়। এ কারণে পাওয়ার সেল গ্যাসভিত্তিক ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট বন্ধের সুপারিশ করেছে। অপরদিকে ক্যাপটিভ পাওয়ার থাকা এবং না থাকা শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বৈষম্য বিরাজ করছে। এ বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয়হার ২.৫০ টাকার বেশী নয়। যাদের ক্যাপটিভ পাওয়ার নাই, তারা ৭.২০ টাকা মূল্যহারে গ্রীড বিদ্যুৎ ব্যবহার করে। সে জন্য ক্যাপটিভ পাওয়ারে ব্যবহৃত গ্যাসের মূল্যহার বৃদ্ধির বিকল্প নাই। তবে সে সমতা নিশ্চিতকরণের জন্য এ বৃদ্ধি একধাপে না করে নির্দিষ্ট সময়সীমায় ধাপে ধাপে হওয়া সমীচীন হবে বলে তিনি মনে করেন।

৫(১০) ড. নুরুল ইসলাম তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে অবৈধ গ্যাস সংযোগের ব্যাপারে প্রতিকার, GDF এ অর্থ সংগ্রহ এবং সঠিক ব্যবহার, গৃহস্থালী গ্যাস সংযোগের ব্যাপারে পক্ষপাতিত্বহীনভাবে দ্রুত সংযোগ প্রদান, গৃহস্থালী গ্যাসের মূল্যহারের ক্ষেত্রে পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস এর প্রস্তাবের সপক্ষে যৌক্তিকতা উপস্থাপন করেন।

৫(১১) সিপিবি প্রতিনিধি এবং গণসংহতি আন্দোলনের প্রতিনিধি মূল্য বৃদ্ধির প্রস্তাব যৌক্তিক নয় বলে উল্লেখ করেন এবং গ্রাহকের ওপর যাতে চাপ সৃষ্টি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখার আহ্বান জানান। এমসিসিআই, ডিসিসিআই, বিজিএমইএ, ক্যাপটিভ পাওয়ার এ্যাসোসিয়েশন, সিএনজি ফিলিং এবং কনভারসন ওয়ার্কশপ ওনার্স এ্যাসোসিয়েশন এর প্রতিনিধিগণ মূল্যহার বৃদ্ধির বিরোধিতা করে মতামত রাখেন।

৫(১২) ম্যাগনাম ষ্টীল মিলের প্রতিনিধি গ্রীড বিদ্যুৎ মূল্যের সঙ্গে সমতা এনে ক্যাপটিভ পাওয়ারে গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির জোরালো সুপারিশ করেন। তিনি বলেন ক্যাপটিভ পাওয়ারে গ্যাস এর মূল্য সর্বশেষ আগস্ট ২০০৯ এ বৃদ্ধি করা হয়, তখন ৩৩ কেভিতে ১ কি.ও. গ্রীড বিদ্যুৎ ফ্ল্যাট রেটে ৩.৫৮ টাকা ছিল। পরবর্তীতে গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি না হলেও ধাপে ধাপে গ্রীড বিদ্যুৎ এর মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমান গ্যাস মূল্যে ক্যাপটিভ পাওয়ারে ১ কি.ও. বিদ্যুৎ উৎপাদনে আনুমানিক ২.৫০ টাকা খরচ হয়। অপরদিকে REB থেকে ৩৩ কেভিতে ১ কি.ও. গ্রীড বিদ্যুৎ পেতে বর্তমানে ফ্ল্যাট রেটে আনুষঙ্গিক চার্জ ব্যতিত ৭.২০ টাকা খরচ হয়। তিনি বলেন ক্যাপটিভ পাওয়ার এবং গ্রীড বিদ্যুৎ মূল্যে যে অসমতা শুরু হয়েছিল তা গ্রীড বিদ্যুৎ এর মূল্য ধাপে ধাপে বৃদ্ধির কারণে তুলনাহীনভাবে বৃদ্ধি পায়। তিনি বলেন ক্যাপটিভ পাওয়ারে স্বল্প দামে গ্যাস বিক্রির কারণে সরকারের বিপুল পরিমাণ রাজস্ব ক্ষতি হয়। তাই এ ব্যাপারে তিনি equity প্রার্থনা করেন।

৫(১৩) শুনানিতে বিভিন্ন শ্রেণির ও পেশার কিছু প্রতিনিধি গ্যাসের খুচরা মূল্যহার বৃদ্ধি না করার দাবী জানান। আবার অনেকে যৌক্তিক ও সহনীয় হারে মূল্যহার বৃদ্ধির প্রস্তাব করেন।

অনুচ্ছেদ-০৬ ঃ শুনানি-পরবর্তী মতামত

৬(১) পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস শুনানি-পরবর্তী লিখিত মতামত প্রদান করে। তাদের আবেদনের সপক্ষে যুক্তি পুনরায় ব্যক্ত করে। ভোক্তা পর্যায়ে বিক্রিত গ্যাস এর মোট মুল্যের ৪৫% পাওনা পেট্রোবাংলাসহ সকল কোম্পানীর মধ্যে এবং গ্যাস উন্নয়ন তহবিলে বিভাজন করা হয় বলে তারা জানায়। এতে বিতরণ মার্জিন পুনর্নির্ধারণপূর্বক বৃদ্ধি পাবে পাবে বলে তারা আশা ব্যক্ত করে। নন-বাল্ক গ্রাহকদের পাওনার ওপর কোম্পানী বোর্ডের সিদ্ধান্তক্রমে ৩% হারে bad debt provision বিবেচনা করা হয় মর্মে তারা জানায়। নতুন জনবল নিয়োগ, পদোন্নতি ও সিলেকশন গ্রেড প্রদানের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে জনবল খাতে ১০৫.০০ মিলিয়ন টাকা এবং অফিস ও অন্যান্য ব্যয় খাতে ৯০.০০ মিলিয়ন টাকা ব্যয় ধরার তারা অনুরোধ জানায়।

৬(২) ক্যাব প্রতিনিধি শুনানি-পরবর্তী লিখিত মতামতে গ্যাস এর সম্পদ বাবদ ২৫.০০ টাকা নির্ধারণে আইনি ভিত্তি না থাকায় তা বিবেচনা স্থগিত এবং GDF এ অর্থ সংগ্রহের সঠিকতা পরীক্ষাসহ এর ব্যবহার দৃঢ়ভাবে monitor করার জন্যে বিইআরসি-কে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন বিগত ৬ বছরে গ্যাসের মজুদ বাড়েনি, বেড়েছে উৎপাদন এবং চাহিদা। চাহিদা বৃদ্ধি নিরুৎসাহিতকরণ জরুরী কেননা জ্বালানী নিরাপত্তা দীর্ঘায়িত করতে গ্যাস উৎপাদন প্রবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে আনা আবশ্যক। সেজন্য তিনি নীতি ও কৌশল গ্রহণের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেন এবং সরকারিখাতে বিদ্যুৎ ও সার উৎপাদনে চাহিদামাফিক গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত অন্যকোনো গ্রাহকের গ্যাস সরবরাহ বৃদ্ধির ওপর নিষেধাজ্ঞা চান। পেট্রোবাংলা ও কোম্পানীসমূহের জমানো অর্থ ব্যাংকে এফডিআর হিসেবে অলস ফেলে না রেখে তিনি জ্বালানী তেল আমদানিতে ব্যবহার অথবা এ দিয়ে জ্বালানী নিরাপত্তা তহবিল গঠনের প্রস্তাব

করেন। ক্যাব এর প্রতিনিধি গ্যাস বণ্টন ও মূল্যহার বিন্যাসে অসমতা প্রশমন এবং গ্যাসের দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ক্ষেত্র বিশেষে মূল্যহার পুনর্নির্ধারণের বিষয়টি বিইআরসি বিবেচনায় নিতে পারে মন্তব্য করেন। এক্ষেত্রে- (ক) মাঝারী ও বৃহৎ শিল্পে গ্যাসের মূল্যহার যৌক্তিক পর্যায়ে বৃদ্ধি পেতে পারে, (খ) বয়লারে দক্ষতাভেদে একাধিক ধাপে গ্যাসের মূল্যহার পুনর্নির্ধারিত হতে পারে, (গ) বাণিজ্যিক গ্যাসের মূল্যহার আর্থিক সক্ষমতাভেদে কয়েক ধাপে পুনর্নির্ধারিত হতে পারে, (ঘ) ব্যক্তি পরিবহণে সিএনজি'র মূল্যহার জ্বালানী তেলের মূল্যহারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে, (ঙ) ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টে গ্যাসের মূল্যহার ১১৮ টাকা থেকে কমপক্ষে ৫৬০ টাকা হওয়া যৌক্তিক বিবেচনা করা যেতে পারে, তবে এ বৃদ্ধি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ধাপে ধাপে হওয়া সমীচীন হবে, (চ) আবাসিক মিটারের ব্যবস্থা করার পর গ্যাসের মূল্যহার বিদ্যুতের অনুরূপ কয়েক ধাপে নির্ধারণ করা যেতে পারে, লাইফ-লাইন সুবিধা থাকতে পারে, মিটারের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত দুই বার্ণার চুলার ক্ষেত্রে গ্যাসের মূল্যহার সহনীয় পর্যায়ে বৃদ্ধি করা যেতে পারে, এবং (ছ) বিদেশী শিল্প গ্রাহকদের গ্যাসের মূল্যহার শিল্পভেদে পৃথক পৃথকভাবে পুনর্নির্ধারিত হতে পারে মর্মে তিনি মতামত দেন। তবে বর্ধিত সমুদয় অর্থে এক বা একাধিক তহবিল গঠিত হতে হবে। সে তহবিলের অর্থ জাতীয় জ্বালানী নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে জ্বালানী খাতের দক্ষতা ও সক্ষমতা উন্নয়নে সকল পক্ষগণের মতামতের ভিত্তিতে বিইআরসি প্রণীতব্য প্রবিধানমালা এবং কৌশলগত পরিকল্পনার আওতায় বিনিয়োগের তিনি সুপারিশ করেন।

৬(৩) শুনানি-পরবর্তী লিখিত মতামতে ড. নুরুল ইসলাম জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর সম্মতি ছাড়া গ্যাসের সম্পদ মূল্য হিসাব করে ভোক্তা পর্যায়ে মূল্যহার নির্ধারণ করা হলে অহেতুক জনগণের মনে ভুল বোঝাবোঝির সৃষ্টি হবে উল্লেখ করেন। তিনি পেট্রোবাংলার রাজস্ব বণ্টন পদ্ধতি স্বচ্ছ করার তাগিদ দেন এবং গৃহস্থালী গ্যাস এর মূল্যহার বৃদ্ধি করে সংগৃহিত অর্থ থেকে LPG ব্যবহারকারীদের ভর্তুকি প্রদানের সুপারিশ করেন।

অনুচ্ছেদ-০৭ ঃ কমিশনের পর্যালোচনা

৭(১) বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ৩৪(৬) এবং সংশ্লিষ্ট ট্যারিফ প্রবিধানমালা মোতাবেক আগ্রহী পক্ষগণকে শুনানি দেওয়ার পর ট্যারিফ প্রস্তাবসহ সকল তথ্যাদি প্রাপ্তির ৯০(নব্বই) কর্মদিবসের মধ্যে কমিশনের সিদ্ধান্ত প্রদানের নির্দেশনা আছে। তবে স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের শুনানি-পরবর্তী মতামত, সকল শ্রেণির ভোক্তার ওপর মূল্যহার পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া এবং গণশুনানিতে উঠে আসা প্রাসঙ্গিক বিষয়ে বাড়তি তথ্য ও মতামত প্রাপ্তিতে এবং প্রাপ্ত মতামত ও তথ্য বিশ্লেষণে অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন হয়। তাই গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ এবং ভোক্তা পর্যায়ে গ্যাসের মূল্যহার পুনর্নির্ধারণ বিষয়ে কমিশনের সিদ্ধান্ত প্রদানে কিছুটা বিলম্ব হয়, যা অনিবার্য ছিল বলে কমিশন মনে করে।

৭(২) পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস ভোক্তা পর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাস এর বিক্রয় মূল্যহার পুনর্নির্ধারণের আবেদন করে। তাদের বিতরণ চার্জ পেট্রোবাংলা নির্ধারণ করার প্রস্তাব করে, যদিও বিষয়টি কমিশনের এখতিয়ারাধীন।

৭(৩) পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস তাদের আবেদনে বিদ্যুৎ ও সিএনজি শ্রেণিতে গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ ০১ জুলাই ২০১২ থেকে বৃদ্ধির বিষয়ে উল্লেখ করে। কমিশন ২০০৯ সালে বিইআরসি আদেশ নং ২০০৯/৮ এর মাধ্যমে সিএনজি শ্রেণি ব্যতিত সকল শ্রেণিতে ভোক্তা পর্যায়ে গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি করে তা দিয়ে 'গ্যাস উন্নয়ন তহবিল' (GDF) গঠন করে। ঐ সময়ে বিদ্যুৎ শ্রেণিতে গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ ছিল প্রতি

ঘনমিটারে ০.২২৫০ টাকা। পরবর্তীতে কমিশন ২০১১ সালে বিইআরসি আদেশ নং ২০১১/৮ এর মাধ্যমে সিএনজি শ্রেণিতে ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ প্রতি ঘনমিটারে ০.১৫৬০ টাকায় অপরিবর্তিত রেখে ভোক্তা পর্যায়ে গ্যাসের মূল্যহার পুনর্নির্ধারণ করে। কমিশন বিদ্যুৎ ও সিএনজি শ্রেণিতে গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ ০.২৯২৫ ও ০.২০২৮ টাকায় পুনর্নির্ধারণ সংক্রান্ত কোনো আদেশ প্রদান করেনি। তাই এরূপ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ পুনর্নির্ধারণ কমিশন আইন, ২০০৩ এবং আদেশের লঙ্ঘন।

৭(৪) শুনানিতে 'গ্যাস উন্নয়ন তহবিল' (GDF) গঠণের উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ হয়নি এবং বাপেক্স এর সক্ষমতা বৃদ্ধি দৃশ্যমান হয়নি বক্তব্য এসেছে। তাই এই তহবিলে অর্থ সংগ্রহ এবং এর ব্যবহার পর্যালোচনার দাবী রাখে।

৭(৫) ভোক্তা পর্যায়ে গ্যাসের মূল্যহার নির্ধারণে সম্পদ হিসেবে গ্যাসের নিজস্ব কোনো মূল্য অতীতে ধরা হয়নি। কেবলমাত্র সরকারকে প্রদেয় SD ও VAT এবং গ্যাস কোম্পানীসমূহের পরিচালন খরচসহ IOC গ্যাসের ক্রয়মূল্য বিবেচনায় ভোক্তা পর্যায়ে গ্যাসের মূল্য নির্ধারণের ব্যবস্থা চালু ছিল।

৭(৬) পেট্রোবাংলার ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখের পত্র থেকে জানা যায় অধিকাংশ কোম্পানী দীর্ঘদিনের পুরানো হওয়ায় এদের অধিকাংশের সিংহভাগ সম্পদের book value প্রায় শূন্যের কোঠায় চলে এসেছে। এ অবস্থায় গ্যাসের মূল্যহার পুনর্নির্ধারণে ১২% rate of return বিবেচনা করে বিইআরসি এর সংশ্লিষ্ট প্রবিধানমালা অনুসরণ করলেও বিদ্যমান মূল্যে রাজস্বের আধিক্য দেখা যায়। পেট্রোবাংলা মনে করে দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জ্বালানী নিরাপত্তা বিধান ও জ্বালানীর প্রাথমিক উৎস হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাসের ওপর নির্ভরতার প্রেক্ষাপটে গ্যাসের মূল্য অর্থনৈতিকভাবে নিরূপিত হওয়া প্রয়োজন। এ অবস্থায় ভোক্তা পর্যায়ে বিদ্যমান গ্যাসের মূল্যহার পুনর্নির্ধারণে সম্পদ হিসেবে (gas as a commodity) গ্যাসের নিজস্ব মূল্যহার ধরা বাঞ্ছনীয় মর্মে পেট্রোবাংলা জানায়।

৭(৭) পেট্রোবাংলার ১ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখের অপর পত্র থেকে দেখা যায় বিতরণ কোম্পানীসমূহ আবেদন প্রণয়নে বাপেক্স উৎপাদিত প্রতি হাজার ঘনফুট গ্যাস এর wellhead margin ২৫.০০ টাকা হারে এবং IOC গ্যাস এর প্রকৃত ক্রয়মূল্য বিবেচনা করে। এ কারণে আবেদনে PDF এবং DWMB খাতে margin বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়নি। তবে গ্যাসের মূল্যহার প্রস্তাবমতে সম্পূর্ণরূপে সমন্বয় না হলে PDF এবং DWMB খাতে বরাদ্দের বিদ্যমান ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা আবশ্যক হবে মর্মে পেট্রোবাংলা জানায়।

৭(৮) ভোক্তাপর্যায়ে বিদ্যমান বিক্রয়মূল্যে বিতরণ কোম্পানীতে রাজস্বের আধিক্য দেখা যায়। তবে গ্যাসের সম্পদ মূল্য বিবেচনায় এ মূল্যহার পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়।

৭(৯) আবেদনে গ্যাসকে একটি পণ্য হিসেবে বিবেচনা করে গ্যাসের মূল্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা সরকার অনুমোদন করে। এটি গ্যাসের সম্পদ মূল্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে সরকারের অভিপ্রায়। একদিকে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বিকাশে জ্বালানী চাহিদার ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধি, অন্যদিকে গ্যাসের বর্তমান মজুদ দ্রুত কমে যাওয়ায় জ্বালানী নিশ্চিতকরণকল্পে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জ্বালানী নিরাপত্তা বিধানে গ্যাসের সম্পদ মূল্য দিয়ে সুনির্দিষ্ট তহবিল গঠন করা যায়। দেশের অব্যাহত উন্নয়নে জ্বালানী চাহিদা মেটাতে এ তহবিল ব্যবহার করা যেতে পারে।

৭(১০) আবেদনে IOC গ্যাস এর net purchase cost দেয়া হয়েছে। IOC গ্যাসের মূল্য অনেক নিয়ামকের ওপর নির্ভর করে। তাই IOC থেকে সরবরাহকৃত গ্যাসের মূল্য এবং দেশীয় কোম্পানী থেকে সরবরাহকৃত গ্যাসের মূল্য সকলের বোঝার জন্য স্বচ্ছতার সাথে উপস্থাপন করা প্রয়োজন বিবেচিত হয়।

৭(১১) গ্যাসের চাপ এবং heating value তারতম্যের কারণে গ্রাহককে বাড়তি বিল গুনতে হচ্ছে এবং বিতরণ ব্যবস্থায় কখনও system gain, আবার কখনও system loss হচ্ছে। এরূপ বিতরণ ব্যবস্থা গ্রাহকসেবার দিক থেকে গ্রহণযোগ্য নয়।

৭(১২) গ্যাস পরিমাপের একক হিসেবে কোথাও ঘনফুট (cubic foot) আবার কোথাও ঘনমিটার (cubic meter) এর ব্যবহার রয়েছে। এতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। এ বিভ্রান্তি দূরীকরণের লক্ষ্যে সকল পর্যায়ে অভিন্ন এককের ব্যবহার প্রয়োজন।

৭(১৩) শুনানিতে বয়লারের জ্বালানী দক্ষতা বৃদ্ধি করে গ্যাস সাশ্রয়ের বক্তব্য এসেছে। তাই গ্যাসের দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিতকরণকল্পে প্রথমেই বয়লারের জ্বালানী ব্যবহার পর্যালোচনা করে এর standardization জরুরীভাবে প্রয়োজন বিবেচিত হয়।

৭(১৪) নন-বাল্ক গ্রাহকদের নিকট বিপুল অর্থ অনাদায়ী থেকে যাচ্ছে। তাই এই অর্থ আদায়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরী।

৭(১৫) দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস-কে ব্যয় সাশ্রয়ী হতে হবে। তাই যানবাহন ক্রয় এবং বার্ষিক সাধারণ সভার খরচসহ সকল খরচের একটি সাশ্রয়ী মাত্রা নির্ধারণ করা বাঞ্ছনীয়। শ্রমিক অংশগ্রহণ তহবিল এবং কল্যাণ তহবিলের বিষয়ে শুনানিতে নানারকম বিরূপ প্রতিক্রিয়া এসেছে। এসব তহবিলের কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট আইনে প্রদত্ত নিয়ম অনুযায়ী পরিচালন নিশ্চিতকরণ আবশ্যক মর্মে কমিশনের নিকট বিবেচিত হয়। বিষয়টিতে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে শ্রম আইনের সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহের কোনটি কিভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে তা কমিশনের জানা প্রয়োজন।

৭(১৬) কোম্পানীর ১০০% মালিকানা সরকারের। এ ব্যবসায় কোনো প্রতিযোগী নেই। তাই প্রচারের অজুহাতে বাড়তি খরচসমূহ পরিহার করা আবশ্যক মর্মে কমিশনের নিকট বিবেচিত হয়।

৭(১৭) প্রাপ্ত তথ্যমতে পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস এর কাছে ব্যাংকে ১,১৪৮.৮০ মিলিয়ন টাকা এফডিআর আছে। এতে বিভিন্ন খাতের অর্থ আছে। এ টাকা নিকট ভবিষ্যতে ব্যয়ের কোনো পরিকল্পনা আছে কিনা তা কমিশনের জানা প্রয়োজন।

৭(১৮) বিদ্যমান গ্যাসের মূল্যে গ্যাস ভিত্তিক পাওয়ার প্লান্টে ১ কি.ও. বিদ্যুৎ উৎপাদনে পিডিবি'র ২.০৭ টাকা ব্যয় হয়। অপরদিকে ক্যাপটিভ পাওয়ারে এ ব্যয় ২.৫০ টাকা।

৭(১৯) শুনানিতে ক্যাপটিভ পাওয়ারে এবং গ্রীড বিদ্যুৎ ব্যবহারে খরচ সংক্রান্ত বৈষম্যের প্রতিকারের দাবী এসেছে। বিদ্যমান গ্যাসের মূল্যে ক্যাপটিভ পাওয়ারে ১ কি.ও. বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয়হার ২.৫০ টাকার বেশী নয় উল্লেখ করা হয়েছে। অপরদিকে ১ কি.ও. গ্রীড বিদ্যুৎ পেতে ৩৩ কেভিতে বিদ্যমান ফ্ল্যাট রেটে আনুষঙ্গিক চার্জ ব্যতিত ৭.২০ টাকা খরচ হয়। ফলে ক্যাপটিভ পাওয়ার থাকা এবং না থাকা শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বৈষম্য বিরাজ করছে যা নিরসনের দাবী এসেছে। ক্যাপটিভ পাওয়ার এবং গ্রীড বিদ্যুৎ মূল্যের মধ্যে সমতা আনতে ক্যাপটিভ পাওয়ারে গ্যাসের বিদ্যমান মূল্যহার ৪ গুণের বেশী বৃদ্ধি আবশ্যক বলে প্রতিয়মান হয়। তবে ক্যাপটিভ পাওয়ার এবং গ্রীড বিদ্যুৎ মূল্যের মধ্যে সমতা আনতে ক্যাপটিভ পাওয়ার শ্রেণিতে গ্যাসের মূল্যহার ভোক্তাস্বার্থে একধাপে সমন্বয় না করে তা কয়েক ধাপে করা যায়। অপরদিকে, ভবিষ্যত জ্বালানী নিরাপত্তা বিধানকল্পে গ্যাসের সম্পদ মূল্য এবং বিকল্প জ্বালানী মূল্য বিবেচনায় গ্যাসের মূল্যহার বৃদ্ধি বিবেচনা করা যায়। তবে বিদ্যুৎ ও কৃষি পণ্যের উৎপাদন খরচ সহনীয় পর্যায় রাখতে এ মূল্যহার বিদ্যুৎ ও সার গ্রাহকশ্রেণিতে অপরিবর্তিত রাখা যায়।

৭(২০) রাজস্ব চাহিদা নির্ধারণে অফিস ও প্রত্যক্ষ অন্যান্য খরচ খাতে যাচাইবর্ষের পরিবর্তে পূর্ববর্তী বছরসমূহে বিতরণকৃত এনার্জির খরচ, এবং বিইআরসি'র সিস্টেম অপারেশন ফি নিরূপণে প্রযোজ্য এসডি/ভ্যাট বাদে বিক্রয়মূল্য বিবেচনা করা যায়। শুনানি-পরবর্তী মতামতে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে প্রায় ৪গুণ ব্যয় বৃদ্ধি দাবীর প্রেক্ষিতে এখাতের ব্যয় মূল আবেদন অনুযায়ী বিবেচনা করা যায়। নতুন সম্পদের ওপর ভাড়িত গড়ে ৪.৫০% হারে (০৬ মাসের) ২.৭৯ মিলিয়ন টাকা অবচয় খাতে খরচ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এছাড়া, অন্যান্য আয় খাতে এফডিআর (Fixed Deposit Receipt) এর ওপর ১০% এর পরিবর্তে ৯.৫০% হারে ও এসটিডি (Short Term Deposit) এর ওপর ৪.০০% হারে সুদ অন্তর্ভুক্ত অপরিহার্য বলে প্রতিয়মান হয়।

অনুচ্ছেদ-০৮ ঃ রাজস্ব চাহিদা

পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস-এর আবেদন, TEC এর মূল্যায়ন, গণশুনানিতে স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগণের বক্তব্য, শুনানি-পরবর্তী মতামত, প্রাপ্ত তথ্য এবং মতামত বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করে যাচাইবর্ষ ২০১৩-১৪ এর ভিত্তিতে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জন্য বিতরণ রাজস্ব চাহিদা ৪৩১.৫৬ মিলিয়ন টাকা এবং গ্যাসের পণ্যমূল্য ৫,১৫০.৮০ মিলিয়ন টাকাসহ পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস এর মোট রাজস্ব চাহিদা ৫,৫৮২.৩৬ মিলিয়ন টাকা নিরূপণ করা হয়েছে যার বিভাজন নিম্নরূপঃ

খরচের খাত	রাজস্ব চাহিদা (মিলিয়ন টাকা)	
জনবল খরচ		৩৩২.৫৬
অফিস এবং অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ		
অফিস, স্টেশনারি ও প্রিন্টিং খরচ	৩.৪৭	
টেলিফোন ও টেলেক্স খরচ	১.৪১	
বিদ্যুৎ খরচ	২.১৯	
যাতায়াত খরচ	৩.৪৮	
অফিস ভাড়া	১.৯০	
এন্টারটেইনমেন্ট এক্সপেন্স ও অ্যালাউন্স	১.৫১	
প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা খরচ	২.০৩	
সিএনজি, পেট্রোল ও লুব্রেকেটিং খরচ	৬.২৯	
অনৈমত্তিক শ্রমিকের মজুরী	১৫.৯৩	
নিরাপত্তা খরচ	১০.৮২	
অন্যান্য খরচ	১০.১৯	
		৫৯.২২
মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ		৪.০০
পেট্রোবাংলা সার্ভিস চার্জ		৬.১২
বিইআরসি সিস্টেম অপারেশন ফি		১.৮০
অবচয়		১৩০.৩৮
সুদ পরিশোধ		৩৫.৭০
কর্পোরেট ট্যাক্স		২৭.৬৪
রিটার্ণ অন ইকুাইটি		৭৮.৯৭
বিতরণ রাজস্ব চাহিদা		৪৩১.৫৬
গ্যাসের পণ্যমূল্য (গ্যাসের সম্পদমূল্য, সম্পূরক শুল্ক/মূসক, পিডিএফ মার্জিন, বাপেক্স মার্জিন, ডিডব্লিউএমবি, ওয়েলহেড মার্জিন, জিডিএফ মার্জিন এবং ট্রান্সমিশন চার্জ)		৫,১৫০.৮০
মোট রাজস্ব চাহিদা		**৫,৫৮২.৩৬**

পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস-এর বিতরণ রাজস্ব চাহিদা মেটাতে প্রতি ঘনমিটারে গড়ে ০.৪০ টাকা আয় প্রয়োজন হয়। বিদ্যমান অন্যান্য আয় (গ্যাস ট্রান্সমিশন চার্জ, সুদ ও বিবিধ আয়) বাবদ ০.১৫ টাকা প্রাপ্তি বিবেচনায় পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস-এর গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ ভারিত গড়ে ০.২৫২১ টাকায় পুনর্নির্ধারণ করা যায়।

অনুচ্ছেদ-০৯ ঃ কমিশনের আদেশ

কমিশন আদেশ করছে যে-

৯(১) যাচাইবর্ষ ২০১৩-১৪ এর ভিত্তিতে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস-এর মোট রাজস্ব চাহিদা ৫,৫৮২.৩৬ মিলিয়ন টাকায় নির্ধারণ করে গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ এবং ভোক্তা পর্যায়ে গ্যাসের মূল্যহার পুনর্নির্ধারণ করা হলো।

৯(২) গ্যাসের সম্পদ মূল্য ভারিত গড়ে প্রতি ঘনমিটার ১.০১ টাকা সমন্বয়ে ভোক্তা স্বার্থে 'জ্বালানী নিরাপত্তা তহবিল' গঠন করা হলো, যা ০১ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখ হতে কার্যকর হবে। ভোক্তা পর্যায়ে মূল্যহার থেকে পরিশিষ্ট-১ এ দেয়া নির্ধারিত হারে এ অর্থ সংগৃহিত হবে। পরিশিষ্টটি এ আদেশের অংশ হিসেবে সংযুক্ত করা হলো। কমিশন এই তহবিলের রূপরেখা ও বিনিয়োগ নির্দেশাবলী পরবর্তীতে নির্ধারণ করবে। সাময়িক ব্যবস্থায় গ্যাস বিতরণ কোম্পানীসমূহ এই তহবিলে সংগৃহিত অর্থ এবং এর ওপর অর্জিত সুদ পৃথক ব্যাংক হিসাবে জমা রাখবে এবং এর মাসভিত্তিক স্থিতি প্রতিবেদন পেট্রোবাংলাসহ কমিশনে প্রেরণ করবে।

৯(৩) ভোক্তা পর্যায়ে গ্যাসের মূল্যহার নিম্নোক্তভাবে পুনর্নির্ধারিত হবে ঃ

ক্রমিক নং	গ্রাহকশ্রেণি	বিদ্যমান মূল্যহার (টাকা/ঘনমিটার)	পুনর্নির্ধারিত মূল্যহার (টাকা/ঘনমিটার)
১।	বিদ্যুৎ	২.৮২	২.৮২ (অপরিবর্তিত)
২।	ক্যাপটিভ পাওয়ার	৪.১৮	৮.৩৬
৩।	সার	২.৫৮	২.৫৮ (অপরিবর্তিত)
৪।	শিল্প	৫.৮৬	৬.৭৪
৫।	চা বাগান	৫.৮৬	৬.৪৫
৬।	বাণিজ্যিক	৯.৪৭	১১.৩৬
৭।	সিএনজি	৩০.০০	৩৫.০০
৮।	গৃহস্থালী ঃ		
	ক) মিটারভিত্তিক	৫.১৬	৭.০০
	খ) এক বার্ণার (প্রতিমাসে নির্দিষ্ট)	৪০০.০০	৬০০.০০
	গ) দুই বার্ণার (প্রতিমাসে নির্দিষ্ট)	৪৫০.০০	৬৫০.০০

ভোক্তা পর্যায়ে সিএনজি গ্যাসের ৩৫.০০ টাকা মূল্যের মধ্যে ফিড গ্যাসের মূল্য ২৭.০০ টাকা এবং অপারেটর মার্জিন ৮.০০ টাকা অন্তর্ভুক্ত। এ মূল্যহার ০১ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখ হতে গ্যাস ব্যবহারের ক্ষেত্রে কার্যকর হবে এবং পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকবে। মূল্যহার পুনর্নির্ধারণ সংক্রান্ত গণবিজ্ঞপ্তি এ আদেশের অংশ হিসেবে পরিশিষ্ট-২ এ সংযুক্ত করা হলো।

৯(৪) পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস-এর ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ নিম্নোক্তভাবে পুনর্নির্ধারিত হবে ঃ

ক্রমিক নং	গ্রাহকশ্রেণি	বিদ্যমান ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ (টাকা/ঘনমিটার)	পুনর্নির্ধারিত ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ (টাকা/ঘনমিটার)
১।	বিদ্যুৎ	০.২৯২৫	০.২৬৫০
২।	ক্যাপটিভ পাওয়ার	০.৫৯১০	০.১৫৫০
৩।	সার	০.১৫৫০	০.২৬৫০
৪।	শিল্প	০.৯৫৫০	০.২৪৫০
৫।	চা বাগান	০.৯৫৫০	০.২৪৫০
৬।	বাণিজ্যিক	১.৭৩৫০	০.২৪৫০
৭।	সিএনজি ফিড গ্যাস	০.২০২৮	০.১৫৫০
৮।	গৃহস্থালী	০.৭২৫০	০.২৪৫০

পুনর্নির্ধারিত ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ ০১ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখ হতে কার্যকর হবে এবং পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকবে।

৯(৫) বিইআরসি আইন, ২০০৩ লঙ্ঘন করে ০১ জুলাই ২০১২ থেকে বিদ্যুৎ ও সিএনজি শ্রেণিতে গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ পরিবর্তন করা হয় যা বাতিলযোগ্য। তবে জটিলতা এড়াতে ৩১ আগস্ট ২০১৫ পর্যন্ত এর ঘটনাত্তোর বৈধতা দেয়া হলো। এ ধরণের আইন বহির্ভূত কাজ পরিহার করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক করা হলো।

৯(৬) গ্যাস পরিমাপের একক (unit) হিসেবে ঘনমিটার (cubic meter) সকল পর্যায়ে ব্যবহৃত হবে।

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ কমিশনের নির্দেশ

কমিশন নির্দেশ দিচ্ছে যে-

১০(১) গ্যাসের অপচয় এবং অপরিকল্পিত ব্যবহার বন্ধের লক্ষ্যে নিম্নের পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়নে পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস সময়বদ্ধ কার্যব্যবস্থা ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখের মধ্যে কমিশনে দাখিল করবে।

ক) গৃহস্থালী ও বাণিজ্যিক শ্রেণিতে গ্রাহকদের জন্য pre-paid meter চালুকরণ;

খ) সিএনজি, শিল্প, চা-বাগান, বিদ্যুৎ, ক্যাপটিভ পাওয়ার এবং সার শ্রেণিতে গ্রাহকদের জন্য EVC meter চালুকরণ; এবং

গ) সকল বিধি-বহির্ভূত বিতরণ নেটওয়ার্ক এবং সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ।

১০(২) পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস বকেয়া পাওনা আদায় কার্যক্রম জোরদার করবে।

১০(৩) পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস শ্রমিক অংশগ্রহণ তহবিল এবং কল্যাণ তহবিল এর অর্থ ব্যয় সংক্রান্তে শ্রম আইনের সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহের কোনটি কিভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে তার ওপর প্রতিবেদন ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখের মধ্যে কমিশনে পাঠাবে।

১০(৪) পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস customer security deposit fund, employee pension/gratuity/provident fund সহ অন্যান্য খাতে জমাকৃত এফডিআর এর খাতওয়ারী বিবরণী ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখের মধ্যে কমিশনে দাখিল করবে।

১০(৫) পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস সকল সম্পদের একটি পূর্ণাঙ্গ ফিক্সড অ্যাসেট (fixed asset) রেজিষ্টার সংরক্ষণ করবে এবং অর্থবছর শেষে হালনাগাদ অবস্থা ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে কমিশনে দাখিল করবে। এতে সম্পদের বিবরণ, অবস্থান, সার্ভিসে অন্তর্ভুক্তির তারিখ, acquisition মূল্য, হিসাবে অন্তর্ভুক্তির তারিখ, আয়ুষ্কাল, অবচয়ের হার, অবচয়ের পরিমাণ, রিটায়ারমেন্ট, ইত্যাদি উল্লেখ থাকবে।

১০(৬) পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস সকল খরচে সাশ্রয়ী হবে।

১০(৭) পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস আয়-ব্যয় সম্বলিত পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন regulatory review এর উদ্দেশ্যে প্রতি ৬ (ছয়) মাস অন্তর কমিশনে দাখিল করবে।

(রহমান মুরশেদ)
সদস্য

(মোঃ মাকসুদুল হক)
সদস্য

(প্রকৌশলী মোঃ দেলোয়ার হোসেন)
সদস্য

(ড. সেলিম মাহমুদ)
সদস্য

(এ আর খান)
চেয়ারম্যান

পরিশিষ্ট - ১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
টিসিবি ভবন (৪র্থ তলা), ১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

গ্যাস মূল্যহার বণ্টন (টাকা/ঘনমিটার)

ক্রমিক নং	গ্রাহকশ্রেণি	সম্পূরক শুল্ক/মূল্য সংযোজন কর	পিডিএফ মার্জিন	বাপেক্স মার্জিন	ডিডব্লিউএমবি	ওয়েলহেড মার্জিন	ট্রান্সমিশন চার্জ	ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ	জিডিএফ মার্জিন	গ্যাসের সম্পদ মূল্য	ভোক্তা পর্যায়ে মূল্যহার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	বিদ্যুৎ	১.৪৩৬৩	০.৩১৭০	০.০৪৮০	০.০৪০০	০.২২৫০	০.১৫৬৫	০.২৬৫০	০.২০৮৭	০.১২৩৫	২.৮২
২	ক্যাপটিভ পাওয়ার	৪.৩৫১৯	০.৪৫৬০	০.০৪৮০	০.০৪০০	০.২২৫০	০.১৫৬৫	০.১৫৫০	০.৪৪৭৪	২.৪৮০২	৮.৩৬
৩	সার	১.২৩৬২	০.২৬৮০	০.০০০০	০.০৪০০	০.২২৫০	০.১৫৬৫	০.২৬৫০	০.৩৩৫৮	০.০৫৩৫	২.৫৮
৪	শিল্প	৩.৩৬২১	০.৭৬৬০	০.০৪৮০	০.০৪০০	০.২২৫০	০.১৫৬৫	০.২৪৫০	০.৬২৭৯	১.২৬৯৫	৬.৭৪
৫	চা বাগান	৩.২০২৬	০.৭৬৬০	০.০৪৮০	০.০৪০০	০.২২৫০	০.১৫৬৫	০.২৪৫০	০.৬২৭৯	১.১৩৯০	৬.৪৫
৬	বাণিজ্যিক	৫.৫৭১০	১.৩৩৫৫	০.০৪৮০	০.০৪০০	০.২২৫০	০.১৫৬৫	০.২৪৫০	১.২৩৫০	২.৫০৪০	১১.৩৬
৭	সিএনজি ফিড গ্যাস	১৪.৮৫০০	৬.১০০০	০.১১০০	০.২০০০	০.৩০০০	০.১৫৬৫	০.১৫৫০	৩.১৬৪০	১.৯৬৪৫	২৭.০০*
৮	গৃহস্থালী (মিটারভিত্তিক)	৩.৫৩৪৪	০.৭০৯০	০.০৪৮০	০.০৪০০	০.২২৫০	০.১৫৬৫	০.২৪৫০	০.৫৭৩৯	১.৪৬৮২	৭.০০

* ভোক্তা পর্যায়ে সিএনজি'র মূল্যহার ৩৫.০০ টাকা।

(রহমান মুরশেদ) সদস্য — 29/08/2015

(মোঃ মাকসুদুল হক) সদস্য — 27/8/15

(প্রকৌশলী মোঃ দেলোয়ার হোসেন) সদস্য — 27/8/2015

(ড. সেলিম মাহমুদ) সদস্য — 27/8/2015

(এ আর খান)
চেয়ারম্যান

পরিশিষ্ট-২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

টিসিবি ভবন (৪র্থ তলা), ১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

নং- বিইআরসি/ট্যারিফ/গ্যাস-১২/সঞ্চালন ও বিতরণ/৩০৫৬

তারিখ ঃ ১২ ভাদ্র ১৪২২ বঙ্গাব্দ
২৭ আগস্ট ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

গণবিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ২২(খ) ও ৩৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড, পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড, কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড, বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড, জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড এবং সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড কর্তৃক ভোক্তা পর্যায়ে সরবরাহকৃত গ্যাসের মূল্যহার নিম্নোক্তভাবে পুনর্নির্ধারণ করা হলোঃ

ক্রমিক নং	গ্রাহকশ্রেণি	মূল্যহার (টাকা/ঘনমিটার)
১।	বিদ্যুৎ	২.৮২ (অপরিবর্তিত)
২।	ক্যাপটিভ পাওয়ার	৮.৩৬
৩।	সার	২.৫৮ (অপরিবর্তিত)
৪।	শিল্প	৬.৭৪
৫।	চা বাগান	৬.৪৫
৬।	বাণিজ্যিক	১১.৩৬
৭।	সিএনজি	৩৫.০০
৮।	গৃহস্থালী	
	ক) মিটারভিত্তিক	৭.০০
	খ) এক বার্ণার (প্রতিমাসে নির্দিষ্ট)	৬০০.০০
	গ) দুই বার্ণার (প্রতিমাসে নির্দিষ্ট)	৬৫০.০০

২। সিএনজি গ্যাসের ৩৫.০০ টাকা মূল্যের মধ্যে ফিড গ্যাসের মূল্য ২৭.০০ টাকা এবং অপারেটর মার্জিন ৮.০০ টাকা।

৩। এ মূল্যহার **০১ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখ** হতে গ্যাস ব্যবহারের ক্ষেত্রে কার্যকর হবে।

৪। গ্যাস সরবরাহের ক্ষেত্রে বিদ্যমান অন্যান্য শর্তাবলি অপরিবর্তিত থাকবে।

৫। পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত এ আদেশ বলবৎ থাকবে।

২৭/০৮/২০১৫
(রহমান মুরশেদ)
সদস্য

২৭/৮/২০১৫
(মোঃ মাকসুদুল হক)
সদস্য

২৭/৮/২০১৫
(প্রকৌশলী মোঃ দেলোয়ার হোসেন)
সদস্য

২৭/৮/২০১৫
(ড. সেলিম মাহমুদ)
সদস্য

২৭/৮/১৫
(এ আর খান)
চেয়ারম্যান